তারিখ 21 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

কমছে ঢাবি'র বিদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

বহুমুখী সমস্যার কারণে দিন দিন কমছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা। অতিরিক্ত টিউশন ফি, আবাসিক সমস্যা, বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা, ভিসা জটিলতা প্রভৃতিকে বিদেশী শিক্ষার্থী কমার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বর্তমানে অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসী, ক্লিনিক্যাল বায়োলজী ও বাংলা ও ইংরেজীতে মাত্র ১৭ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। অথচ ২০০১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪২ এবং ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬-এ। কিন্তু এর পর থেকেই বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই কমছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ডেন্টাল ও মেডিকেল-এ অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে ডেন্টাল ও মেডিকেলসহ মোট অবস্থানরত বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬। এদের অধিকাংশ নেপালী। এ ছাড়া শ্রীলংকা, ভারত, মায়ানমার, জাপানের শিক্ষার্থীও আছে। হল অফিস জানায়, ৫৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জন নেপালের এবং বাকিরা অন্যান্য দেশের। শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ভিসা প্রসেসিং সহজ এবং আবাসন সুবিধা পর্যাপ্ত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বাড়বে। ফার্মেসী বিভাগের নেপালী ছাত্র সুজিত জানালেন, বাংলাদেশে শিক্ষা নিতে আসার প্রক্রিয়া কঠিন। বিশেষ করে ভিসা প্রক্রিয়া ও ভর্তি প্রক্রিয়া সবচেয়ে জটিল। এ কারণে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। ভারত থেকে আসা বায়োলজির ছাত্র ইমরান হোসেন বললেন, এখানকার শিক্ষকরা বাংলায় শিক্ষা দেন। ফলে বিদেশীরাও ভালভাবে পড়তে পারে না। তিনি আরো বললেন, দেশের মানুষ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, এটাকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু ইংরেজীর প্রতি আরো জোর দিতে হবে।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বাংলা ভাষার জাপানী ছাত্রী আনা ছুটিতে দেশে গিয়ে ভিসা সমস্যার কারণে আর ফিরতে পারেননি। এসব সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আমিনুর রহমান মজুমদার বলেন, আমরা সমস্যা

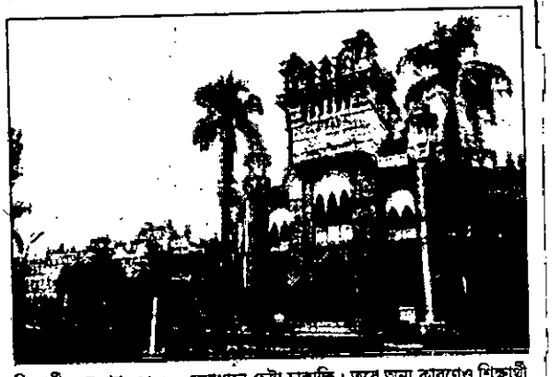

সমাধানে চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে অন্য কারণেও শিক্ষার্থী কমছে। তিনি বলেন, আশির দশকে নেপাল, মালয়েশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। তখন বিদেশ থেকে অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত। কিন্তু এখন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতির ফলে বিদেশী শিক্ষার্থী কমছে। এ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল ডেন্টালের ছাত্র ক্রান্তির কাছে। তিনি বলেন, নেপালে এখন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ডেন্টাল হচ্ছে। ফলে এখন কম সংখ্যক মানুষ বাইরে পড়তে যাচ্ছে। হলে খাবার মান নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই এসব শিক্ষার্থীদের। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অভিমত দিলেন, এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। দশ বছর আগে যে রকম ছিল এখনো সে রকম আছে। আর এ কারণেই বিদেশীরা আকৃষ্ট হচ্ছে না বলে মনে করেন নেপালী ছাত্র সন্তোষ।

❑ মো. ইয়াছিন আলম